তারিখ 20 JUL 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

দৈনিক
আমাদের সময়

জঙ্গি কানেকশনের খবর দেখে থানায় নিখোঁজ ছাত্রী

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি ●

শ্রীনগর কলেজের ছাত্রী ইরা। গত ১৯ জুন থেকে তিনি নিখোঁজ। গণমাধ্যমে খবর বেরিয়েছিল, ওই ছাত্রীর সঙ্গে জঙ্গিদের যোগাযোগ আছে। এ খবরে মুন্সীগঞ্জে তোলপাড় সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি তার সন্ধানে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে পুলিশ। কিন্তু পুলিশকে আর কষ্ট করতে হয়নি, জঙ্গি কানেকশনের খবর দেখে ইরা নিজেই গতকাল হাজির হন শ্রীনগর থানায়। বিকাল ৫টার দিকে থানায় এসে তিনি নিজের পরিচয় দেন ও এ ঘটনায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করতে বলেন। এদিকে পরিচয় পাওয়ার পরই পুলিশ তাকে আটক করে।

রাজধানীর গুলশান ও কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় হামলার পর তরুণ-তরুণীদের জঙ্গি সংগঠনে যোগ দেওয়ার খবর আসতে থাকে বিভিন্ন গণমাধ্যমে। প্রকাশিত হয় অসংখ্য নিখোঁজ সংবাদ। এর মধ্যেই ইরার নিরুদ্দেশ হওয়া ও জঙ্গি

কানেকশনের এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৩

জঙ্গি কানেকশনের খবর

(শেষ পৃষ্ঠার পর) খবর বেরোয়। একাধিক প্রতিবেদনে বলা হয়, কিছুদিন আগে ওই ছাত্রী তার পরিবারের লোকজনকে ফোনে জানান– তিনি পবিত্র স্থানে আছেন এবং ভালো আছেন। তাকে খোঁজাখুঁজি করে লাভ নেই।

পারিবারিক সূত্র জানায়, গত ১৯ জুন বাড়ি থেকে কলেজের উদ্দেশে বেরিয়ে আর ফিরে আসেননি ইরা। এ ঘটনায় গত ১০ জুলাই তার মা শামীমা আক্তার শ্রীনগর থানায় একটি জিডি করেন। জিডির পর পুলিশ তাদের বাসা থেকে দুটি ধর্মীয় বই উদ্ধার করে। তবে শ্রীনগর থানার ওসি সাহিদুর রহমান জানান, সেগুলো সাধারণ ধর্মীয় বই। ইরার বাবা জানান, সমষপুর বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ২০১৫ সালে এসএসসি পাস করেন ইরা। এরপর তিনি শ্রীনগর সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হন। তার দাবি, কোনো কারণ ছাড়াই তার মেয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে যান।

এদিকে জিডির পর ইরার পরিবারের কাছ থেকে পাওয়া একটি ছবির সূত্র ধরে তদন্তে নামে পুলিশ। ওই ছবিতে দাড়িওয়ালা এক যুবকের সঙ্গে ইরা ও তার দুই বান্ধবীকে দেখা যায়। ওই যুবকের খোঁজ নিতে গিয়ে পুলিশ জানতে পারে, তার নাম সিরাজুল ইসলাম নয়ন (৩৫)। তিনি পাবনার বর্জনাথপুর গ্রামের আবদুল হামিদের ছেলে। তিনি বর্তমানে সমষপুর বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ফজলুল হক হান্নুর মালিকানাধীন আহমেদ গ্রুপের কর্মকর্তা। এ গ্রুপের অফিস ঢাকার গুলশান ২-এর ৭২ নম্বর সড়কের ১৫নং বাড়িতে। জানা যায়, ২০১৫ সালে তাকে ওই স্কুলের খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ওই বছর এসএসসি পরীক্ষার আগে তিনি ইরাসহ আরও কয়েকজনের গাইড হিসেবে তিন মাস নিযুক্ত ছিলেন।

ইরার খোঁজ পেতে নয়নকে শ্রীনগর থানায় চেয়ে আহমেদ গ্রুপের কর্ণধারকে গতকাল দুপুর ২টার দিকে ফোন করে পুলিশ। ফোন পেয়ে তিনি কোম্পানির একটি গাড়িতে নয়নকে শ্রীনগর থানায় পাঠিয়ে দেন। কিন্তু নয়ন পৌঁছার আধঘণ্টা আগেই ইরা স্বেচ্ছায় থানায় এসে হাজির হন। তিনি অনুরোধ করেন, তার জন্য যেন অন্য কাউকে হয়রানি করা না হয়।

শ্রীনগর থানার ওসি সাহিদুর রহমান জানান, ওই কলেজছাত্রী এই এক মাস কোথায় ছিলেন– তা নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিচ্ছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।